সাহাবিদের জীবনী পড়া কেন জরুরি?

সকল প্রশংসা কেবল মহান আল্লাহর জন্য। তিনিই আমাদের একমাত্র মালিক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাঁর সীমাহীন নিয়ামতের সাগরে আমরা ডুবে থাকি সর্বদা। মানবজাতির কল্যাণে তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশাল পৃথিবী, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র, গগণচুম্বী পর্বতমালা, রং-বেরঙের ফুলফল, গাছপালা-সহ অসংখ্য মাখলুক। আমাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়া ও করুণা কখনো পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন রহমত হিসেবে। তার অনন্য গুণাবলি ও চারিত্রিক মাধুর্য সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি মহান রবের সর্বাধিক প্রিয় বান্দা এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষের জীবনই মোটাদাগে এক ও অভিন্ন। অতীতেও মানুষকে চারপাশের সবার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করতে হতো, এখনো করতে হয়। স্বামী হলে স্ত্রীর আর স্ত্রী হলে স্বামীর মন বুঝতে হতো, এখনো বুঝতে হয়। ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে হতো, এখনো করতে হয়। পরিবার সামলাতে হতো, এখনো সামলাতে হয়।

দেহ ও আত্মায়, জীবন ও জগতে সমন্বয় করতে হতো, এখনো করতে হয়। জীবনকে অর্থবহ করতে হতো, এখনো করতে হয়। সর্বোপরি আল্লাহর সাথে গড়ে তুলতে হতো গভীর সম্পর্ক। আর অর্থবহ জীবনের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে মজবুত সম্পর্ক বিনির্মাণের কোনো বিকল্প নেই।

অতীতের মানুষদের থেকে আমাদের জীবন যেহেতু ভিন্ন কিছু নয়। সকল মানুষই যেহেতু বেদনায় বিষাদিত আর আনন্দে উচ্ছ্বসিত। আমাদের সবারই যেহেতু সময়ের

একমুখী স্রোত বেয়ে উজানে গন্তব্য পানে ছুটতে হয়। আমাদের প্রত্যেকের জীবন এবং যাপনের চূড়ান্ত গন্তব্যও যেহেতু এক। তাই সবারই সুযোগ আছে অন্যদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার। সত্য বলতে, একে অন্যের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া ছাড়া কোনো উপায়ও নেই আমাদের। জীবনের সকল সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তারপর যদি আমরা তা থেকে শিখতে চাই, তাহলে এই একটা মাত্র জীবন আসলেই খুব কম পড়ে যাবে। আরবি প্রবাদে আছে—

اَلْعَاقِلُ مَنِ اتَّعَظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيُّ مَنِ اتَّعَظَ بِنَفْسِه

যে অন্যের বিপদ থেকে শিখে নেয়, সে বুদ্ধিমান। আর যে নিজে বিপদে পড়ার পর শেখে, সে বোকা।[১]

দুনিয়ার এই বন্ধুর জীবনপথ নির্বিঘ্নে পাড়ি দেওয়া সহজ নয়। এই পথে পদে পদে বিপদ, শয়তানের ফাঁদ আর নানারকম মায়াজাল বিছানো। ফলে আগে যারা সফলতার সাথে মাড়িয়েছেন এই পথ, আমরা যদি জানতে পারি, তারা কীভাবে মোকাবেলা করেছেন যাবতীয় জঞ্জাল, তাহলে এই দুরূহ সফর অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। এজন্য পূর্বসূরিদের জীবনেতিহাস গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যই কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ জুড়েই আছে ইতিহাসের বর্ণনা।

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কার কাছ থেকে শিখব? আমরা আসলে যেকোনো মানুষের কাছ থেকেই শিখতে পারি। ভালো মানুষদের কাছ থেকে যেমন আমাদের শেখার আছে, শেখার আছে তেমনি খারাপ মানুষদের থেকেও। ভালো মানুষদের দেখে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের কেমন হতে হবে। আর খারাপ মানুষদের থেকে আমরা বুঝতে পারি, কেমন হওয়া আমাদের চলবে না। ফলে, যেহেতু যেকারও কাছ থেকেই শেখা যায়, তাই কেউ চাইলে বৈষয়িক অর্থে সফল কারও কাছ থেকেও শিখতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি একই সাথে ইহকালীন এবং পরকালীন কল্যাণ লাভ করতে চান, উভয় জগতে সফল হতে চান, প্রিয় হতে চান মানুষ এবং মানুষের রবের। তাহলে সাহাবিদের পদাঙ্ক অনুসরণের বিকল্প নেই।

সাহাবিদের অনুসরণ করতে হবে কেন?

কারণ পুরো পৃথিবীকে আদর্শ শেখানোর জন্য যে শিক্ষক প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা ছিলেন তার সরাসরি ছাত্র।

---

[১] *মাজালাতুল বায়ান*, পৃষ্ঠা : ১৬৬

» দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মূলমন্ত্র যে কুরআন, আল্লাহর রাসুল নিজে তাদেরকে সেই কুরআনের তালিম দিয়েছেন।

» আজ আমরা যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়েছি, সেই দ্বীনের প্রথম প্রজন্ম হিসেবে আল্লাহ তাদের মনোনীত করেছিলেন বিশেষভাবে।

» তারা হৃদয় ও মস্তিষ্ক তথা সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে দুনিয়ার রাজত্ব লুটিয়ে পড়েছিল তাদের পায়ে।

» তারা ছিলেন আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আর আল্লাহ তাআলাও ছিলেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

» তাদের ব্যাপারে ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আদর্শ হিসেবে কাউকে গ্রহণ করতে চাইলে তোমরা গ্রহণ করো আল্লাহর রাসুলের সাহাবিদের। কারণ তারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম, তাদের হৃদয় পূতপবিত্র, তারা গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং লৌকিকতাহীন।'[১]

বইটি সিরাত-গবেষক শাইখ মাহমুদ আহমাদ গজনফরের লেখা *সাহাবিয়াতে মুবাশশারাতের* সরল অনুবাদ। এ বইয়ে লেখক জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত নারী সাহাবিদের জীবনী একত্র করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য ছিল সাবলীল এবং সুখপাঠ্য একটি গ্রন্থ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া। সেক্ষেত্রে আমরা কতটা সফল হয়েছি, সে বিচারের দায়ভার পাঠকেরই হাতে। এ বই পড়ে একজন পাঠকও যদি উপকৃত হন, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক। ভুলত্রুটি নজরে এলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন, আমিন।

ওমর ইবনে আব্দুর রউফ

সহকারী সম্পাদক, সমকালীন প্রকাশন।

---

[১] *শারহুস সুন্নাহ*, বাগাবি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৪; *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি* : ১৮১০

সূচিপত্র

নারী সাহাবিদের অনুপম কীর্তি	১১
উম্মুল মুমিনিন খাদিজাতুল কুবরা	১৭
উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা	২৯
উম্মুল মুমিনিন সাওদা বিনতু যামআ	৫০
উম্মুল মুমিনিন হাফসা বিনতু উমার	৬০
উম্মুল মুমিনিন যাইনাব বিনতু খুযাইমা	৭৩
উম্মুল মুমিনিন উম্মু সালামা	৭৮
উম্মুল মুমিনিন যাইনাব বিনতু জাহশ	৯৪
উম্মুল মুমিনিন জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস	১০৪
উম্মুল মুমিনিন সাফিয়া বিনতু হুয়াই	১১০
উম্মুল মুমিনিন উম্মু হাবিবা রামলা	১১৯
উম্মুল মুমিনিন মাইমুনা বিনতুল হারিস	১৩১
ফাতিমা বিনতু আসাদ	১৩৭
ফাতিমাতুয যাহরা	১৪২
উম্মু রুমান	১৫৬
আসমা বিনতু আবি বকর	১৬১

সুমাইয়া বিনতু খাব্বাত	১৬৯
উম্মু হারাম বিনতু মিলহান	১৭৪
উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান	১৭৭
উম্মু উমারা নাসিবা বিনতু কাব	১৮৪
রুবাইয়ি বিনতু মুআওয়িজ	১৯১
ফুরাইয়া বিনতু মালিক	১৯৫
উম্মু হিশাম বিনতু হারিসা ইবনিন নুমান	১৯৮
আসমা বিনতু ইয়াযিদ ইবনিস সাকান	২০১
উম্মু সাদ কাবশা বিনতু রাফি	২০৬
উম্মুল মুনযির সালমা বিনতু কাইস	২১০
উম্মু ওয়ারাকা বিনতু আব্দিল্লাহ ইবনি হারিস	২১৩
উম্মু আইমান	২১৬
গ্রন্থপঞ্জি	২২৪

উম্মুল মুমিনিন খাদিজাতুল কুবরা

হৃদ্যতার প্রতিচ্ছবি, সত্যবাদিতার প্রতিবিম্ব, সচ্চরিত্রের জীবন্ত উপমা, মহৎ হৃদয়ের অধিকারী, সুচিন্তার মূর্তপ্রতীক, দয়া ও দানশীলতায় খ্যাত, ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের মধ্যে লালিত, বিত্তবৈভব যার আঙিনায় বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতো, সবার আগে ইসলামগ্রহণের বিরল সৌভাগ্য ছিল যার নসিবে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং জিবরিল আলাইহিস সালাম যাকে সালাম পাঠিয়েছেন, যাকে সবার আগে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যার সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় ২৫টি বছর সংসার করেছেন, যার ঘরে আসমান থেকে ওহি নাযিল হতো, যিনি আবু তালিবের গিরিখাদে বয়কটের তিন তিনটি বছর নবিপরিবারকে দরদি অভিভাবকের মতো আগলে রেখে নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যিনি তার সমুদয় সম্পদ ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছেন, যার দাফনের সময় নবিজি নিজে কবরে নেমে সবকিছু তদারকি করে নিজ হাতে তার পবিত্র দেহ কবরে রাখেন, দোজাহানের সর্দার বিশ্বনবির জীবনসঙ্গিনী, ফাতিমাতুয যাহরার মমতাময়ী জননী, হাসান-হুসাইনের স্নেহময়ী মাতামহী, উসমান ও আলির মাতৃবৎ শাশুড়ি, ইতিহাসে তিনি সাইয়িদা তাহিরা সিদ্দিকা খাদিজাতুল কুবরা নামে বরিত। আসুন ইতিহাসজয়ী এই জান্নাতি নারীর বর্ণাঢ্য জীবনবাগিচায় বিচরণ করে যাপনের কাঙ্ক্ষিত রসদ অর্জনে ব্রতী হই...

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে ৪টি রেখা টেনে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জানো এই রেখাগুলো কেন এঁকেছি? সবাই উত্তর দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো

জানেন। তখন আল্লাহর রাসুল বললেন, এই রেখা ৪টি দ্বারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ৪ জন নারী উদ্দেশ্য। তারা হলেন—

» খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ

» ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ

» মারইয়াম বিনতু ইমরান

» আসিয়া বিনতু মুযাহিম (ফিরাউনের স্ত্রী)[১]

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার আলোচনা হলে আল্লাহর রাসুল তার খুব বেশি প্রশংসা করতেন। আমার সামনে প্রায়শই তার গুণ ও কীর্তি নিয়ে আলোচনা হতো। একদিন আমি নারীসুলভ হিংসায় কাতর হয়ে বলে বসি, আপনি কেন সবসময় বিগত-যৌবনা এক বৃদ্ধ নারীর প্রশংসায় মেতে থাকেন? অথচ আল্লাহ তাআলা আপনাকে এর চেয়েও উত্তম স্ত্রী দিয়েছেন!

আমার এমন কথা শুনে আল্লাহর রাসুল খুবই ব্যথিত হন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, তার চেয়ে উত্তম স্ত্রী আমি আর পাইনি। আয়িশা শোনো, যখন সবাই আমাকে অবিশ্বাস করছিল, তখন তিনি আমার প্রতি ঈমান এনেছিলেন। যখন সবাই আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করছিল, তখন তিনি আমাকে সত্য প্রতিপন্ন করে আশ্বস্ত করেছিলেন। সবাই যখন আমার জীবন বিষিয়ে তুলেছিল, তখন তিনি তার বিত্তবৈভব এবং নিজের সর্বস্ব দিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার ঘরে আমার সন্তানদের জন্ম দিয়েছেন।[২]

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

খাদিজাতুল কুবরা রাযিয়াল্লাহু আনহা ৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তার মায়ের নাম ফাতিমা বিনতু যাইদা আর বাবার নাম খুওয়াইলিদ ইবনু আসাদ। খুওয়াইলিদ ছিলেন কুরাইশ গোত্রের সবার প্রিয় সর্দারদের একজন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, ধনসম্পদের প্রাচুর্য ছিল তার পরিবারে। জাহিলি যুগের বিখ্যাত ফিজার যুদ্ধে নিহত হন তিনি।

খাদিজাতুল কুবরা আশৈশব লালিতপালিত হন অর্থবিত্তের প্রাচুর্য দেখে। যৌবনে তার বিয়ে হয় আবু হালাহ মালিক ইবনু নাব্বাশের সাথে। তার ঘরে হালাহ এবং হিন্দ জন্মগ্রহণ করে। খাদিজা তার স্বামীকে বিখ্যাত ব্যবসায়ী রূপে দেখতে চেয়েছিলেন,

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৯৫৭; হাদিসটি সহিহ।

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪৮৬৪; হাদিসটি সহিহ।

এর সব ব্যবস্থাও সম্পন্ন করা হয়েছিল, অর্থবিত্তের তো অভাব ছিলই না। তবু তার সে আশা পূরণ হয়নি। অল্প বয়সেই তার স্বামী ইন্তেকাল করেন। এর কিছুকাল পরে আতিক ইবনু আয়িদ আল-মাখযুমির সাথে তার বিয়ে হয়। তার ঘরে হিন্দা জন্মগ্রহণ করেন। তার সাথে বনিবনা না হওয়ায় তারা আলাদা হয়ে যান।

এরপর তিনি সন্তানদের লালনপালন এবং ব্যবসাবাণিজ্যে নিজেকে পুরোপুরি ব্যস্ত করে ফেলেন। ব্যবসায় দ্রুত উন্নতি করেন, দেখতে দেখতেই তার নাম উঠে আসে আরবের প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের তালিকায়। তিনি সৎ, পরিশ্রমী ও ব্যবসায় আগ্রহীদের মূলধন সরবরাহ করতেন। তারা তার পণ্য শামে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে সেখান থেকে পণ্য কিনে মক্কায় এনে বিক্রি করত। এতে লভ্যাংশের অর্ধেক নিত ব্যবসায়ীরা আর বাকি অর্ধেক পেতেন খাদিজা।

নবিজির সাথে পরিচয়

মক্কায় তখন মুহাম্মাদের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। তার সত্যবাদিতা, আমানতদারি এবং উত্তম গুণাবলি সবার মুখে মুখে। লোকমুখে প্রশংসা শুনে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার কাছে ব্যবসার প্রস্তাব পেশ করেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। খাদিজা শুধু মূলধনই নয়; নিজের গোলাম মাইসারাকেও তার খেদমতের জন্য সাথে দেন। শামের এই সফরে অনেক বেশি লাভ হয়। সফরে মাইসারা অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হন। এসব ঘটনা, নবিজির অনুপম চরিত্র এবং অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তা দেখে মাইসারা ব্যাপক প্রভাবিত হন।

শাম থেকে ফেরার সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন বিখ্যাত ইহুদি পাদরি নাসতুর মাইসারাকে কাছে ডেকে নিয়ে নবিজির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। মাইসারা নবিজির ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে পাদরি বলেন, এই লোক ভবিষ্যতে নবি হবেন। এই গাছের নিচে নবি ছাড়া কেউ বিশ্রাম করেনি।

পাদরির কথা শুনে মাইসারা অবাক হওয়ার সাথে সাথে এই ভেবে খুশিও হলেন যে, নবুয়তের আগেই নবিজির সাথে তার সফরের সুযোগ হয়েছে। এজন্য তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলেন। পুরো সফরে নবিজিকে মেঘ ছায়া দিচ্ছিল, যেন রোদের তাপে তার কষ্ট না হয়।

মক্কায় ফিরে মাইসারা খাদিজাকে সফরের বৃত্তান্ত জানান। সব শুনে খাদিজাও নবিজির প্রতি প্রভাবিত হয়ে পড়েন। যে খাদিজা বিয়ের কথা বলতে গেলে ভুলেই গিয়েছিলেন, ফলে তিনি বড় বড় কুরাইশ নেতার প্রস্তাব পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেই তিনিই এখন নবিজিকে ঘিরে বিয়ের বিষয়টি নতুন করে ভাবতে লাগলেন।

নবিজি এই প্রস্তাব আদৌ কবুল করবেন কি না? আবার কবুল করলে কুরাইশ নেতা এবং তার গোত্রীয় লোকদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? সবচেয়ে বড় কথা, প্রস্তাবটা তিনি দেবেনই বা কী করে? এমন নানা চিন্তা তার হৃদয়জমিনে ভিড় করতে লাগল।[১]

এমন চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়েই হচ্ছিল তার দিন গুজরান। একরাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন সূর্য তার আঙিনায় উদিত হয়েছে। ঘরবাড়ি এবং চারপাশ যেন ভেসে যাচ্ছে আলোর বন্যায়। তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল ছিলেন তাওরাত-ইঞ্জিলের বিখ্যাত আলিম। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ। খাদিজা এই আচানক স্বপ্নের কথা তার ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওফালকে জানান। স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে স্মিত হেসে ওয়ারাকা বললেন, আরে এ তো খুবই খুশির সংবাদ! স্বপ্নে দেখা এই সূর্য দ্বারা নবুয়তের আলো উদ্দেশ্য। যে আলো তোমার নসিবে আছে এবং তা থেকে তুমি উপকৃত হওয়ার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করবে।

এই স্বপ্নের পর খাদিজা নবিজির প্রতি আরও ঝুঁকে পড়েন। নবিজিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে তার সকল চিন্তা। কিন্তু এসব তিনি মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারছিলেন না। নাফিসা বিনতু মুনাব্বিহ ছিলেন খাদিজার সবচেয়ে কাছের বান্ধবী। এই ব্যাপারে শুধু তিনিই জানতেন। একদিন নবিজির কাছে গিয়ে নাফিসা কুশল বিনিময়ের পর বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনাকে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই!'

'কী প্রশ্ন, বলুন শুনি!'

'আপনি এখনো বিয়ে করেননি কেন?'

'বিয়ের খরচাদি আঞ্জাম দেওয়ার মতো আর্থিক সচ্ছলতা আমার এখনো হয়ে ওঠেনি।'

'আমি যদি সম্পদশালী, উচ্চবংশীয়, সুশীলা ও সুন্দর কোনো নারীর সংবাদ দিই, যে আপনার ব্যাপারে আগ্রহী, আপনি কি তাতে রাজি হবেন?'

'কে তিনি?'

'খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার আপত্তি না থাকলে আমি এতে রাজি। এই জবাব শুনে নাফিসা খুশিমনে খাদিজার কাছে গিয়ে তাকে সুসংবাদ শোনান। খাদিজার হৃদয়রাজ্য স্বপ্নপূরণের আনন্দে প্রশান্ত হয়ে ওঠে।[২]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭২-১৭৩; *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, বাইহাকি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৬-৬৭

[২] *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, বাইহাকি, ভূমিকা, পৃষ্ঠা : ১৯-২০

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা সিদ্দিকা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনসঙ্গিনী, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবির কলিজার টুকরা, যার পবিত্রতা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে আয়াত নাযিল করেছেন, নবিগৃহে যার আগমনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে আসমানে, যার ছবি রেশমের গিলাফে মুড়িয়ে জিবরিল আমিনের মাধ্যমে নবিজির কাছে পেশ করা হয়েছে, যার ঘরে যাতায়াত ছিল সম্মানিত ফেরেশতাদের, জিবরিল যার ঘরে ওহি নিয়ে আসতেন, যার কোলে মাথা রেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, জীবিত থাকা অবস্থায় যিনি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, জিবরিল আমিন যাকে বিশেষভাবে সালাম পেশ করেছেন, যার ঘরে নবিজির পবিত্র দেহ দাফন করা হয়েছে, নবিজির স্ত্রীদের মধ্যে জ্ঞান ও বদান্যতায় যিনি ছিলেন অনন্য, ইতিহাসে তিনি সাইয়িদা আয়িশা সিদ্দিকা নামে বিখ্যাত। চলুন এই জান্নাতি নারীর পুণ্যময় জীবন থেকে আমাদের যাপনের জন্য আলো গ্রহণ করি...

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমাকে এমন ৯টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে, যেগুলো আর কোনো নারীকে দেওয়া হয়নি—

» জিবরিল আমিন আমার ছবি সবুজ রেশমে মুড়িয়ে আল্লাহর রাসুলকে স্বপ্নে দেখিয়ে বলেন, দুনিয়া এবং আখিরাতে এই নারী হবেন আপনার স্ত্রী।

» আমিই আল্লাহর রাসুলের একমাত্র কুমারী স্ত্রী। আল্লাহর রাসুলের অন্যান্য স্ত্রী কুমারী ছিলেন না।

» আমার কোলে মাথা রেখে আল্লাহর রাসুল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তার পবিত্র দেহ দাফনও করা হয় আমার ঘরে।

» ফেরেশতারা আল্লাহর রাসুলের সম্মানে অনেক সময় আমার ঘর ঘিরে রাখতেন।

» আমি আল্লাহর রাসুলের কাছে থাকা অবস্থায় প্রায়ই ওহি নাযিল হতো।

» আমি আল্লাহর রাসুলের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিকের মেয়ে।

» আমার পবিত্রতা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে আয়াত নাযিল করেছেন।

» পবিত্র পরিবেশে আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা আর বাকি জীবন কেটেছে আল্লাহর রাসুলের বরকতময় সংস্পর্শে।

» আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।[১]

আয়িশার পিতা

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন বড়ই ভাগ্যবতী, পিতার দিক থেকেও, স্বামীর দিক থেকেও। যে ঘরে জন্ম নিয়ে যে পরিবেশে তিনি বেড়ে উঠেছেন, তা ছিল ইসলামের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তার পিতা এমন এক মহান ব্যক্তি, নবিজির সাথে যার সাহচর্যের আলোচনা কুরআনুল কারিমে ثَانِيَ اثْنَيْنِ (দুজনের একজন) শিরোনামে বিবৃত হয়েছে। যার আল্লাহভীতি, মহানুভবতা ও বদান্যতার কথা আলোচনা করা হয়েছে এভাবে—

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

আর সেই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে মুত্তাকিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার সম্পদ ব্যয় করে।[২]

নবিজির পাশে তাকে দাফন করা হয়েছে, কিয়ামতের দিন তিনি নবিজির সাথে উঠবেন এবং জান্নাতেও প্রবেশ করবেন নবিজিরই সাথে।

আয়িশার মাতা

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাতাও ছিলেন একজন আদর্শ নারী। তাকে দাফন করার সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কেউ যদি এমন নারীকে

---

[১] *মুসনাদু আবি ইয়ালা*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৩৬-৩৩৭; *মাজমাউয যাওয়াইদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪১; সিয়ারু আলামিন নুবালা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪১

[২] সুরা লাইল, আয়াত : ১৭-১৮

দেখতে চায়, যে জান্নাতে হবে হুরদের একজন। সে যেন উম্মু রুমানকে দেখে নেয়।'[১]

উম্মু রুমানের প্রথম বিয়ে হয়েছিল আব্দুল্লাহ আযদির সাথে। তার ইন্তেকালের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার বিয়ে হয়। আবু বকরের ঔরসে আব্দুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। আর আয়িশা জন্মগ্রহণ করেন নবুয়তের পঞ্চম বছর শাওয়াল মোতাবেক ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে। হিজরতের ৩ বছর পূর্বে নবিজির সাথে আয়িশার বিয়ে হয়। নবিজির ঘরে আসেন ৯ বছর বয়সে আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আয়িশার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

আয়িশার শৈশব

বাল্যকালে পুতুল খেলা ও দোলায় চড়া ছিল তার পছন্দ। একদিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা পুতুল নিয়ে খেলছিলেন। এ সময়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এলেন। পুতুলের মধ্যে পাখাওয়ালা ঘোড়াও ছিল। নবিজি বললেন—

'এটা কী, আয়িশা?'

'ঘোড়া!'

'ঘোড়া? ঘোড়ার আবার পাখা হয় নাকি?'

'বাহ রে! সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘোড়ার বুঝি পাখা ছিল না?'

জবাব শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব হাসলেন।[২] আয়িশার উপস্থিত বুদ্ধি, ধর্মীয় দীক্ষা এবং ইতিহাসের শিক্ষা কেমন ছিল, এই ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমেয়। মুখস্থ করার ক্ষমতা এত বেশি ছিল যে, একবার কিছু শুনলে যুগ যুগ ধরে তা তার মনে থাকত। হিজরতের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ৮। কিন্তু তুখোড় মেধাবী হওয়ায় হিজরতের ছোটবড় সকল ঘটনা তার মনে ছিল।

বিয়ের প্রস্তাব

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নিঃসঙ্গ। সাইয়িদা খাদিজাতুল কুবরা রাযিয়াল্লাহু আনহা গত হয়েছেন সদ্য। আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যু এবং কুরাইশদের অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র সব মিলিয়ে নবিজি তখন তার জীবনের সবচেয়ে সংকটময় সময়ের মুখোমুখি। নবিজির এই ঝঞ্ঝামুখর অথচ নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে সাহাবিরা সবাই

---

[১] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৬০০০; বর্ণনাটি জইফ। কারণ এ বর্ণনার আলি ইবনু যাইদ জইফ রাবি।

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৩২; হাদিসটি সহিহ।

ছিলেন চিন্তিত, মর্মাহত। একবার উসমান ইবনু মাজউনের স্ত্রী খাওলা বিনতু হাকিম নবিজির খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন—

'আল্লাহর রাসুল, আপনি দ্বিতীয় বিয়ে কেন করছেন না?'

'কাকে বিয়ে করব?'

'বিধবা এবং কুমারী দুরকমের মেয়েই আছে।'

'তারা কারা?' নবিজি জানতে চাইলেন।

'সাওদা বিনতু যামআ এবং আয়িশা বিনতু আবি বকর।'

'ঠিক আছে, কথা বলে দেখো।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দিলেন।

কথা বলা হলো। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সানন্দে এই বিয়েতে রাজি হলেন। এভাবেই নবিগৃহে আয়িশার আগমনের আয়োজন সম্পন্ন হয়। সাওদা বিনতু যামআর সাথেও নবিজির বিয়ে হয়। তিনিও ভূষিত হন উম্মুল মুমিনিনের অসীম মর্যাদাপূর্ণ অভিধায়।[১]

অভাবের সংসার

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার বাবার বাড়ি থেকে এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংসারে যে ঘরে ওঠেন, তা কোনো আলিশান মহল ছিল না। বনু নাজ্জারের মহল্লায় মাসজিদে নববির চারপাশে ছোট ছোট যেসব কামরা বানানো হয়েছিল, সেসব কামরা থেকে একটি বরাদ্দ দেওয়া হয় আয়িশার জন্য। আয়িশার কামরাটি ছিল পূর্ব দিকে। মাটির তৈরি কামরাটি ৭ হাতের মতো প্রশস্ত ছিল। ছাদ ছিল খেজুরের ডাল এবং পাতায় তৈরি। বৃষ্টির প্রকোপ থেকে বাঁচতে ওপরে ব্যবহার করা হয় কম্বল। উঁচু এতটুকু ছিল যে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে যে-কেউ ছাদ স্পর্শ করতে পারত। দরজার শুধু একটাই পাট ছিল। দরজার সামনে একটা কম্বল দিয়ে পর্দা দেওয়া হয়।

এই কামরার ওপরে ছিল আরেকটি কামরা। স্ত্রীদের সাথে মনোমালিন্যের পর নবিজি এখানেই এক মাস অবস্থান করেন। একটা চাটাই, একটা বিছানা, খেজুর পাতা ও গাছের ছালভরতি একটা বালিশ, খেজুর রাখার পাত্র, পানির পাত্র আর পানের জন্য একটি পেয়ালা। ঘরের আসবাবপত্র বলতে ছিল এগুলোই। আত্মিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এই ঘর ছিল সব রকমের জাগতিক বিলাসিতা থেকে মুক্ত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বিত্তবিমুখ। সম্পদ ও সমৃদ্ধি থেকে আজীবন

---

[১] *সিরাতুস সাইয়িদা আয়িশা*, সুলাইমান নদভি, পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৫

উম্মুল মুমিনিন সাওদা বিনতু যামআ

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম স্ত্রী তিনি। ইসলামের সূচনালগ্নেই তিনি নবিজির প্রতি ঈমান আনেন। হাবশা এবং মদিনা দুই জায়গাতেই হিজরতের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি স্বপ্নে নবিপত্নী হওয়ার সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার তাকে দিরহাম ও দিনার-ভরতি একটি থলি উপহার দেন, তিনি সেই থলি পুরোটাই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। নিজের জন্য রাখেননি কিছুই। জ্ঞানে-গুণে, আনুগত্য ও বদান্যতায় তিনি এতটাই অনন্য ছিলেন যে, আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে দেখলে প্রায়ই বলতেন, আহা, আমার এ প্রাণটা যদি তার দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হতো। তিনি আর কেউ নন; উম্মুল মুমিনিন সাওদা বিনতু যামআ রাযিয়াল্লাহু আনহা। চলুন এই জান্নাতি নারীর জীবনকুঞ্জে প্রবেশ করে নিজেদের জন্য দরকারি রসদ হাসিল করি...

উম্মুল মুমিনিন সাওদার পরিচয়

সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহার পিতার নাম যামআ ইবনু কাইস ইবনি আব্দি শামস। মাতার নাম শামুস বিনতু কাইস ইবনি আমর। কুরাইশের শাখাগোত্র বনু আমিরের সাথে তার পিতার ছিল সুসম্পর্ক। সাওদার প্রথম বিয়ে হয় তার চাচাতো ভাই সাকরান ইবনু আমরের সাথে। তিনি ছিলেন সুহাইল, সাহল এবং সুলাতের সহোদর। তারা সবাই ছিলেন সাহাবি। সাওদা ইসলামের সূচনালগ্নেই ঈমান আনেন। তার স্বামী সাকরানও ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা উভয়ে দ্বিতীয় কাফেলার সাথে হাবশায় হিজরত করেন। হাবশায় তারা বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। হাবশায় থাকাকালীন তাদের এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে। একসময় তারা মক্কায় ফিরে আসেন।

স্বপ্নে পূর্বাভাস

এক রাতে সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বপ্নে দেখেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে এসেছেন এবং তার কাঁধ স্পর্শ করেছেন। ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নের কথা তিনি তার স্বামীকে জানান। তার স্বামী বলেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, আমার মৃত্যুর পর আল্লাহর রাসুলের সাথে তোমার বিয়ে হবে।[১]

আরেক রাতে সাওদা স্বপ্নে দেখেন, চাঁদ তার কোলে চলে এসেছে। এই স্বপ্নের কথাও তিনি তার স্বামীকে জানান। সাকরান বলেন, আমি সম্ভবত খুব শীঘ্রই মারা যাব। আমার মৃত্যুর পর আল্লাহর রাসুলের সাথে তোমার বিয়ে হবে। এটাই তোমার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা। কিছুদিন পর হঠাৎ সাকরান অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন। জীবন থেমে থাকে না। স্বামীর বিরহের বেদনাকে সঙ্গী করে চলতে লাগল সাওদার দিনকাল। এভাবেই তার ইদ্দত[২] শেষ হলো।[৩]

একদিন উসমান ইবনু মাজউনের স্ত্রী খাওলা বিনতু হাকিম নবিজির দরবারে হাজির হন। সালাম এবং কুশল বিনিময়ের পর খাওলা বললেন, 'আপনাকে প্রায়ই খুব চিন্তিত দেখা যায়। খাদিজার কথা ভুলতে পারছেন না বুঝি!'

---

[১] *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সাদ, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৫

[২] ইদ্দত শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট পরিমাণ। ফিকহের পরিভাষায়, স্বামীর মৃত্যু বা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর নারীদের যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তাকে ইদ্দত বলা হয়। এই সময়ে তাদের বেশ কিছু কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হয়। যেমন বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া বা গ্রহণ করা, বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া, সাজগোজ করা ইত্যাদি। ইদ্দত পালনে নারীরা পাঁচ প্রকার; পদ্ধতি একই হলেও ইদ্দত পালনে নারীদের মধ্যে শ্রেণীভাগ থাকায় সময়সীমাতে ভিন্নতা আছে—

০১. স্বামী মারা গেলে সর্বাবস্থায় স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবে।

০২. গর্ভাবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা হলে ইদ্দতের সময়সীমা সন্তান জন্মদান পর্যন্ত।

০৩. বিয়ের পর সহবাস বা নির্জন স্থানে দুজনে সময় কাটানোর পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা হলে ইদ্দত পালন করতে হবে না। সে যখন ইচ্ছা পুনরায় বিয়ে করা-সহ অন্য সকল হালাল কাজ করতে পারবে।

০৪. সহবাসের পর বা স্বামী-স্ত্রী নির্জনে সময় কাটানোর পর তালাকপ্রাপ্তা হলে ইদ্দত ৩ ঋতুস্রাব। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর ৩টি ঋতুস্রাব অতিক্রম করতে হবে। তৃতীয়টি থেকে পবিত্র হওয়ার পর তালাকের ইদ্দত শেষ হবে।

০৫. আর যদি তালাকপ্রাপ্তা নাবালেগা হয়, বা বয়স বেশি হওয়াতে ঋতুস্রাব না আসে, তাহলে তার ইদ্দতের সময়সীমা ৩ মাস। যা তালাক পতিত হওয়ার দিন থেকে গণনা করা হবে।

উল্লেখ্য—ওপরে বর্ণিত বিধানগুলো স্বাধীন নারীর জন্য। বিস্তারিত জানতে দেখুন—*আল-কামুসুল ফিকহি লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান*, পৃষ্ঠা : ২৪৩, দারুল ফিকির, দিমাশক, সিরিয়া; *বাদায়িউস সানায়ি*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৯০; *হাশিয়াতু ইবনি আবিদিন*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫০২-৫০৮; *আল-বিনায়াহ শারহিল হিদায়া*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৫৯

[৩] *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সাদ, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৫

‘আহ, খাদিজা আমার জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত ছিল। আমার প্রতি তার অবদান বলে শেষ করার মতো নয়। তার শূন্যতা পূরণ হওয়ার মতো নয়। আর তিনি এমন কেউ নন, যাকে ভুলে থাকা যায়।’

খাওলা প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি বিয়ে করে ফেলছেন না কেন? এতে আপনার সংসার নতুন করে শুরু হবে। একাকিত্বও ঘুচে যাবে।’

‘কাকে বিয়ে করব?’ আল্লাহর রাসুল জিজ্ঞেস করলেন।

‘আমার নজরে এক নারী আছে। আপনি অনুমতি দিলে তার সাথে কথা বলে দেখতে পারি।’

‘কে তিনি?’ আল্লাহর রাসুল জিজ্ঞেস করলেন।

‘সাওদা বিনতু যামআ। তার স্বামী ইন্তেকাল করেছেন। আপনি অনুমতি দিলে আমি তার কথা বলে দেখব।’

‘কথা বলে দেখো। সাওদা রাজি থাকলে এই বিয়েতে আমার আপত্তি নেই।’

খাওলা বিনতু হাকিম নবিজির অনুমতি পেয়ে খুশিমনে সাওদার কাছে যান। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর সাওদাকে বলেন—

‘আমি তোমার জন্য দারুণ এক সুখবর নিয়ে এসেছি।’

‘কী সুখবর?’

‘আমি আল্লাহর রাসুলকে তোমার ব্যাপারে বলেছি। তিনি আলহামদুলিল্লাহ রাজি। এখন তোমার মতামত বলো।’

এ কথা শুনতেই সাওদার চেহারা খুশিতে ভরে উঠল। তিনি বললেন, এখানে আমার আবার কী বলার থাকতে পারে। এ তো আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে প্রথমে আমার বাবার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে। খাওলা তার পিতা যামআর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কমে এসেছে দৃষ্টিশক্তিও। জিজ্ঞেস করলেন, কে? খাওলা বললেন, আমি উসমান ইবনু মাজউনের স্ত্রী। আপনার মেয়ে সাওদার জন্য আল্লাহর রাসুলের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? যামআ এই প্রস্তাব শুনে খুবই খুশি হন। বললেন, আমার মতে এটা খুবই উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিয়েটা যেহেতু আমার মেয়ের, তাই তার মতামত জানাটা জরুরি। তুমি তোমার বান্ধবীকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখো সে কী বলে। খাওলা বললেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি, সে রাজি। মেয়ের রেজামন্দির কথা শুনে তিনি খুবই খুশি হন এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করেন।

খাওলা বিনতু হাকিম কনেপক্ষের সম্মতির খবর শুনালে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রস্তুত হয়ে সাওদার ঘরে যান। সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহার পিতা বিয়ে পড়ান। নবিজি ৪০০ দিরহাম মোহর দেন। সাওদাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে আসেন। সাওদার ভাই আব্দ ইবনু যামআ এই বিয়ের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। রাগে-ক্ষোভে নিজের মাথায় মাটি ঢালতে থাকে। পরবর্তী সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামগ্রহণের পর অতীতের এই কাজের ব্যাপারে তিনি খুবই লজ্জিত হন। সারাজীবন এই ভুলের জন্য তিনি অনুতপ্ত থাকেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।[১]

হাবশার দিনগুলো

নবিজির সংসারে সুখে-শান্তিতে সাওদার দিন কাটতে লাগল। এই সংসারে আর্থিক অনটন আছে; কিন্তু আত্মিক দৈন্য নেই। নবিজির এই ছোট্ট কুটিরে অন্যরকম এক প্রশান্তি আছে। এই নতুন এবং নিবিড় জীবন সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা উপভোগ করতে লাগলেন। সাওদা ও নবিজির সংসারটি তখন খাদিজাতুল কুবরার ঘরে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওদার কাছে এলে তার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। সাওদা প্রায়ই তার হাবশায় কাটিয়ে আসা দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতেন। নবিজি তার হাবশার বৃত্তান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তার বর্ণনায় ভিনদেশে মুসলিমদের জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক উঠে আসত। উসমান এবং রুকাইয়ার কথা এলে নবিজি আরও বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। উম্মু কুলসুম এবং ফাতিমাও তখন নবিজির সাথেই ছিলেন। তারা সাওদাকে খুব সহজেই আপন করে নেন।

একদিন রুকাইয়া এবং উসমান হাবশা থেকে ফিরে আসেন। উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা তখন বোনকে আনন্দ ও বেদনার অশ্রু দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। একদিকে তাদের মা খাদিজাতুল কুবরাকে হারানোর বেদনা আরেক দিকে বোনকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ। তিন বোন মমতাময়ী মায়ের স্মরণে অশ্রু বিসর্জন দেন। আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দুআ করেন।

সাওদা নিজে থেকে এগিয়ে এসে রুকাইয়াকে জড়িয়ে ধরেন। হাবশায় থাকা অবস্থায় তাদের কেউই আজকের এই দিনটি কল্পনা করেননি। সাওদা বা রুকাইয়া কি তখন জানতেন মক্কায় তারা পরস্পরকে নতুন সম্পর্কে চিনবেন? সাওদা রুকাইয়াকে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি দূর করতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলেন। আল্লাহর রাসুল আদরের মেয়ে এবং জামাতাকে দেখে খুবই আনন্দিত হন।

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৫৭৬৯; *উসদুল গাবাহ*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৮৬; বর্ণনাটির সনদ হাসান।

উম্মুল মুমিনিন হাফসা বিনতু উমার

উমার ইবনুল খাত্তাবের আদরের দুলালি, যাইদ ইবনুল খাত্তাবের ভাতিজি, বিখ্যাত সাহাবি উসমান ইবনু মাজউনের ভাগনি, আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের বোন তিনি। ইবাদতগুজার, দুনিয়াবিমুখ, স্পষ্টভাষী, বিচক্ষণ এবং যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যার উত্তম উদাহরণ ছিলেন হাফসা বিনতু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহা।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার ব্যাপারে বলেন, 'আল্লাহর রাসুলের স্ত্রীদের মাঝে হাফসাই ছিল আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।' উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর পর্যবেক্ষণে বেড়ে ওঠা এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা এই নারীর আলোকিত জীবনে আজকের নারীসমাজের জন্য রয়েছে শিক্ষার অনেক উপাদান। আসুন এই জান্নাতি নারীর জীবনবাগ থেকে হাসিল করি যাপনের দরকারি রসদ...

হাফসার জন্ম

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স তখন ৩৫ বছর। নুবয়তপ্রাপ্তির ৫ বছর আগে কাবা পুনর্নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আরবের সকল গোত্রের সার্বিক অর্থায়নে নির্মাণ সম্পন্ন হয়। শেষমেশ হাজরে আসওয়াদের প্রতিস্থাপন নিয়ে তৈরি হয় বিতণ্ডা। আরবের সকল গোত্রই চাইছিল এই কাজের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে। এমন বরকতময় কাজ থেকে বঞ্চিত হতে রাজি ছিল না কেউই। বিতর্ক ক্রমেই কলহের দিকে মোড় নিতে থাকে। উপায় না পেয়ে গোত্রের সর্দারগণ সিদ্ধান্ত নিলেন, আগামীকাল যে মাসজিদুল হারামে প্রথম প্রবেশ করবে, তার ফয়সালা সবার ওপর বর্তাবে। তার সিদ্ধান্ত মতেই প্রতিস্থাপিত হবে হাজরে আসওয়াদ।

আল্লাহর কী মহিমা! সেদিন মাসজিদুল হারামে সবার আগে প্রবেশ করেন নবিজি। তাকে দেখে সবাই বলে ওঠে, আরে, এ যে আমাদের সবার প্রিয় আল-আমিন। তার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই বিচক্ষণতার সাথে সেই সিদ্ধান্ত নেন। তার ফয়সালায় সবাই সন্তুষ্ট হয়। একটি বড় চাদরে তিনি পাথরটি রেখে গোত্রপ্রধানদের সবাইকে সেই চাদর ধরতে বলেন। সবাই মিলে পাথরটি যথাস্থানে নিয়ে যান। এরপর নবিজি নিজ হাতে পাথরটি যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করেন। নবিজির এই সিদ্ধান্তগত দূরদর্শিতা থেকে ভবিষ্যতে তার সফল নেতৃত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১]

কাবা পুনর্নির্মাণের এই বছরেই আরবের বিখ্যাত বীর উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘর আলোকিত করে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হয় হাফসা।

হাফসার বেড়ে ওঠা

শৈশব পেরিয়ে হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন বুঝতে শেখেন, তখন তার চারপাশে ছিল ইসলামি পরিবেশ। ততদিনে তার বাবা, চাচা, মামা, ফুফু সবাই ইসলাম গ্রহণ করে তার প্রচার-প্রসারে যুক্ত হয়েছেন। তার বাবার ইসলামগ্রহণের ব্যাপারটি তো পুরো আরবের জন্যই ছিল একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিয়ের উপযুক্ত হলে খুনাইস ইবনু হুজাফা আস-সাহমির সাথে হাফসার বিয়ে হয়। খুনাইসও ততদিনে আবু বকরের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছেন।

হাফসার হিজরত

হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহার যখন বিয়ে হয়, তখন মুসলিমদের প্রতি চলছিল কাফিরদের সীমাহীন নির্যাতন। কেউই তাদের অত্যাচারের খড়্গ থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। কুরাইশরা যখন হাফসার স্বামী খুনাইস আস-সাহমির ইসলামগ্রহণের কথা জানতে পারে, তখন তার ওপরে নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। মক্কায় তার বসবাস অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকেও হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেন।

হাবশায় গিয়ে খুনাইস রাযিয়াল্লাহু আনহু দেশের জন্য কাতর হয়ে পড়েন। তিনি তার ফেলে আসা দিন, হারানো শৈশব আর মক্কার অলিগলি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। শেষমেশ হাবশার মুহাজির জীবনের ইতি টেনে তিনি মক্কার পথ

---

[১] *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, বাইহাকি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৯

ধরেন। মক্কায় আবার সেই কুরাইশি অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়। মুশরিকদের অত্যাচার অসীম ধৈর্যের সাথে তিনি মুখ বুজে সইছিলেন। কিছুদিন পর নবিজি তাকে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন।

এবার সাথে তার স্ত্রী হাফসাও ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী একসাথে রওনা হন মদিনার পথে। মদিনায় রিফাআ ইবনু আব্দিল মুনজির তাদের স্বাগত জানান এবং নিজের বাড়িতে তাদের মেহমান হিসেবে বরণ করেন। মক্কার মুসলিমদের সবাই একে একে মদিনায় চলে আসেন। সবশেষে আল্লাহর হুকুমে নবিজি আবু বকরকে সাথে নিয়ে মদিনার পথে রওনা করেন।

মদিনায় হাফসার সংসার

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় পৌঁছে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। খুনাইস ইবনু হুজাফা এবং আবু উমাইস ইবনু জবর আনসারির মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন জুড়ে দেন।[১] খুনাইস এবং আবু উমাইস উভয়েই ছিলেন বাহাদুর। যুদ্ধের জন্য মুখিয়ে থাকতেন তারা। আল্লাহর কালিমাকে জয়ী করতে জানপ্রাণ দিয়ে লড়তেন।

এদিকে হাফসার আগ্রহ ছিল কুরআনুল কারিমের কোনো আয়াত নাযিল হলেই সেই আয়াত মুখস্থ করে নেওয়া এবং জ্ঞানমূলক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রতি। আর হাফসার স্বামী খুনাইসের আগ্রহ ছিল তিরন্দাজি, ঘোড়সাওয়ারি এবং যুদ্ধসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলির প্রতি। এভাবে মদিনায় সুখে-শান্তিতেই চলছিল হাফসার সংসার।

বদরে স্বামীর বীরত্ব

২য় হিজরিতে মদিনায় খবর এলো মক্কার কুরাইশরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলিমদের সমূলে ধ্বংস করতে মদিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কুরাইশ সর্দার আবু জাহল কসম করে বলেছে, আমরা অবশ্যই বদরে যাব। সেখানে ৩ দিন থাকব। উট জবাই করব। নারী ও নেশার এমন আসর জমাব যে, পুরো আরব তাতে হতবাক হয়ে যাবে। এই আড়ম্বর অন্যদের মনে আমাদের ভীতি তৈরি করবে। কেউ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহসও আর করবে না। আমাদের এই দাপটের সামনে মুসলিমদের দাঁড়ানোরই সাহস হবে না। তারপরও তারা যদি ময়দানে মোকাবেলায় আসে, আমরা তাদের নাম-নিশানা ধুলোয় মিশিয়ে দেব।

---

[১] *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সাদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩০০

মক্কার মুশরিকরা আবু জাহলের নেতৃত্বে বদরের পথ ধরে আগাতে থাকে। এদিকে অস্ত্রশস্ত্রহীন মুসলিম বাহিনী একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে নবিজির নেতৃত্বে আগেই বদর প্রান্তরে পৌঁছে যায়। নবিজি আগে পৌঁছে বদরের খাবার পানির উৎস দখল করে ফেলেন। এরপর আবু জাহলের বাহিনীর অপেক্ষা করতে থাকেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, আজ যদি এই মুসলিম বাহিনী শেষ হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীর বুকে আপনার নাম নেওয়ার মতো, আপনার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না।'

বদরে হাফসার স্বামী খুনাইস খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে শরিক হন। এই যুদ্ধে হাফসার বাবা মহাবীর উমার ইবনুল খাত্তাব, চাচা যাইদ ইবনুল খাত্তাব, ৩ মামা এবং মামাতো ভাইও অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ শুরু হলে শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে খুনাইস সামনে আগাতে থাকেন। তার সামনে মুশরিকরা টিকতে না পেরে পিছু হটছিল আর তিনি সারি ভেদ করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কাফিরদের তিনি তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করছিলেন।

একসময় যুদ্ধ শেষ হয়। আল্লাহ মুসলিমদের গৌরবদীপ্ত বিজয় দিয়ে সম্মানিত করেন। ইসলামের দুশমন আবু জাহল, উতবা, শাইবা, উমাইয়া ইবনু খালফ-সহ কুরাইশ সর্দারদের লাশ ময়দানে যেখানে-সেখানে পড়ে ছিল। ময়দান পরিষ্কার করার স্বার্থে লাশগুলো বদরের কালিব নামক কূপে ফেলে দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী দল কয়েক দিন ময়দানেই অবস্থান করে নিজেদের শৌর্যবীর্য জাহির করত। নবিজিও জানবাজ সাহাবিদের নিয়ে ৩ দিন বদরে অবস্থান করেন। এ সময়ে আহতদের চিকিৎসা করা হয়। ৩ দিন পর নবিজির নেতৃত্বে কাফেলা বিজয় নিশান উড়িয়ে মদিনার দিকে যাত্রা করে।

এরপর উহুদের যুদ্ধেও খুনাইস ইবনু হুজাফা রাযিয়াল্লাহু আনহু অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। এবার তিনি গুরুতর আহত হন।[১] হাফসা তার স্বামীকে আহত দেখে তার বীরত্ব ও বাহাদুরির প্রশংসা করেন। ইসলামের জন্য স্বামীর এই কুরবানিতে খুশি হয়ে হাফসা বদরের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ আয়াত পাঠ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

[১] *আল-ইসাবা ফি তামযিযিস সাহাবা,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯১; *উসদুল গাবাহ,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৮৮